গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
www.mopme.gov.bd

২৫ ভাদ্র , ১৪২১ বঙ্গাব্দ
স্মারক নং-৩৮.০০১.০৩৪.০০.০০.০৬৩.২০১৪- ১৪৪ তারিখঃ
০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণের চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি সম্পর্কিত।

সূত্র ঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৪৮.০০.০০০০.০০৩.০১৭.২০.২০১২-৮৯৮, তারিখ-০৪/০৮/২০১৪খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকপত্রের ছায়ালিপি এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

২। বর্ণিত অবস্থায়, প্রেরিত স্মারকপত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনা মোতাবেক ০৩ (তিন) ফর্দ।

(রেবেকা সুলতানা)
সিনিয়র সহকারী সচিব(প্রশা-১)
ফোন: ৯৫৭১৮০১

বিতরণ-সদয় কার্যার্থেঃ
১। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষন ইউনিট, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ।
৫। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। যুগ্মসচিব(বিদ্যালয়), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি-সদয় জ্ঞাতার্থেঃ
১। সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন ২, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬
www.dpe.gov.bd

স্মারক নং প্রাশিঅ/সাপ্র/৩এম/২৭৫/২০০৯/পার্ট-১/ ৯২২৫ (৫৩)

তারিখঃ ৬ আশ্বিন ১৪২১ / ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে:

১. অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. পরিচালক (প্রশাসন/প্রশিক্ষণ/মনিঃ ও মূল্যাঃ/পলিঃ ও অপাঃ/পরিঃ ও উন্নঃ/অর্থ/প্রোগ্রাম), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ৩য় কেন্দ্র (৫ম তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৪. বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা/রাজশাহী/চট্টগ্রাম/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ (তাঁর আওতাধীন সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।
৫. সহকারী পরিচালক (অর্থ-রাজস্ব/নিয়োগ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার .... জেলাঃ..............................(তাঁর আওতাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শিক্ষকদেরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৭. সুপারিনটেনডেন্ট, ... পিটিআই ....(তাঁর আওতাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শিক্ষকদেরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৮. জেলা/উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসার (সকল) ....জেলাঃ ....।
৯. প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. অফিস কপি।

২১/৯/১৪

মীর্জা মোঃ হাসান খসরু
সহকারী পরিচালক (সাধারণ প্রশাসন)
ফোনঃ ৯০০০৩২৬

E:\ABBAS\Endorsement.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-০৩ শাখা

স্মারক নম্বর- ৪৮.০০.০০০০.০০৩.০১৭.২০.২০১২- ৮৯৮ তারিখ: ০৬ আগস্ট ২০১৪

বিষয়: মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণের চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

সরকার, The Public Servants (Retirement) Act, 1974 (Act No. XII of 1974) এর ধারা-৪ সংশোধনক্রমে মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণের চাকুরী শর্তসাপেক্ষে ০২ (দুই) বৎসর বৃদ্ধি করেন যার ফলে মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারীগণ ৫৯ বৎসর বয়স অবধি চাকুরী করার সুযোগ ইতোমধ্যে ভোগ করেছেন। উক্ত সুযোগের মেয়াদ সমাপ্তির অব্যবহিত পর সরকার ০৬ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে অধ্যাদেশ নং ১০, ২০১২-এর মাধ্যমে 'The Public Servants (Retirement) Act, 1974 (Act No. XII of 1974)-এর সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধনক্রমে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণের চাকুরীকাল সাধারণ গণকর্মচারীগণের চেয়ে ০১ (এক) বৎসর বৃদ্ধি করেন। যার ফলে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণ ৬০ (ষাট) বৎসর বয়স অবধি চাকুরী করার সুযোগ লাভ করে আসছেন। একইভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য দপ্তর-সংস্থা তাদের অধীনে কর্মরত মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে স্ব স্ব সংস্থার চাকুরীর বিধানাবলী অনুসরণে বর্ধিত ০১ (এক) বৎসর চাকুরী করার সুযোগ প্রদান করে আসছে। তবে এ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৭-১১-২০১০ তারিখের পত্র নং-০৩.০৭৭.০১.০৪৬.০০.০৪.২০১০-৩৫৬ এবং ০৬-০৩-২০১১ তারিখের পত্র নং- ০৩.০৭৭.০১.০৪৬.০০.০১.২০১১-৪৪(১) মারফত প্রদত্ত শর্ত অবশ্য পালনীয় (ছায়ালিপি সংযুক্ত)।

০২। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণের চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কর্তৃক চাকুরীতে প্রবেশের সময় নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা করার বিষয়টি-কে অত্যাবশ্যক করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য শর্তের মধ্যে রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সংশ্লিষ্ট গণকর্মচারীর নাম মুক্তিবার্তা/গেজেটে অন্তর্ভূক্ত থাকা এবং তার নামে বৈধ মুক্তিযোদ্ধা সনদ থাকা। উক্ত নির্দেশনার মর্মমতে একজন গণকর্মচারী চাকুরীতে প্রবেশের সময়-ই যদি নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা না করে থাকেন তাহলে তিনি সাধারণ গণকর্মচারীগনের চেয়ে ০১ (এক) বৎসর বেশী চাকুরী করার সুযোগ প্রাপ্য হবেন না। এ বিধানটি Parent law বা জাতীয় নীতি হিসেবে সকল দপ্তর-সংস্থার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। যে সকল সংস্থা বিশেষ কোন আইনের বিধানবলে স্বায়ত্ত্বশাসন ভোগ করে থাকেন, আইনের সমতার নীতি অনুযায়ী তারা-ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ নির্দেশনা অনুসরণ করতে বাধ্য। চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়টি আপাতদৃষ্টে একটি সংস্থার অভ্যন্তরীন বিষয় বলে মনে হলেও এ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ নির্দেশনাটি আবশ্যিকভাবে তাদের জন্য-ও পালনীয়।

পরের পৃষ্ঠা-২

০৩। সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে যে, কোন কোন সংস্থা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের অধস্তন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে বর্ধিত বয়সকাল অবধি চাকুরী করার সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গণকর্মচারীর চাকুরীতে প্রবেশের সময় নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা করা এবং তার নামে বৈধ মুক্তিযোদ্ধা সনদ থাকা'র মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনুসরন করছে না; কোন কোন সংস্থা মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণকে ০১ (এক) বৎসরের পরিবর্তে ০২ (দুই) বৎসর বর্ধিত সময়কাল চাকুরীর সুযোগ প্রদান করছে যা সরকারের বিঘোষিত মৌলিক নীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সকল দপ্তর-সংস্থা কর্তৃক এ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি জাতীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

০৪। এমতাবস্থায়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৭-১১-২০১০ এবং ০৬-০৩-২০১১ তারিখের পত্রে প্রদত্ত নির্দেশনার অনুসরণে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নেবর্ণিত কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলোঃ-

(ক) মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণকে বর্ধিত সময়কাল বা বয়সকাল অবধি চাকুরী করার সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে "সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকুরীতে প্রবেশের সময় নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন এবং তার অনুকূলে মুক্তিযোদ্ধা সনদ রয়েছে" মর্মে বিষয়টি যাচাইক্রমে নিশ্চিত হতে হবে;

(খ) ইতোমধ্যে কোন দপ্তর-সংস্থা, কর্পোরেশন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৭-১১-২০১০ ইং তারিখের পত্র নং০৩.০৭৭.০১.০৪৬.০০.০৪.২০১০-৩৫৬এবং০৬-০৩-২০১১ তারিখের পত্র নং ০৩.০৭৭.০১.০৪৬.০০.০১.২০১০-৪৪(১)-এর প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথ অনুসরণ না করে তাদের অধীনে কর্মরত কোন গণকর্মচারীকে এ ধরনের সুবিধা প্রদান করে থাকলে দ্রুততার সাথে এরূপ আদেশ বাতিল করা যেতে পারে।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ পত্র জারী করা হলো।

(মোঃ গোলাম রহমান মিঞা)
যুগ্ম-সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ফোনঃ ৯৫৬৯০৭৯

বিতরনঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে-

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব/ সচিব (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)- (মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সকল দপ্তর/সংস্থাকে বিষয়টি অবহিত করার অনুরোধসহ)।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা,
৪. ভাইস চ্যান্সেলর, সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়।
৫. মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

জরুরি

পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা

নং ০৩.০৭৭.০১.০৪৬.০০.০৪.২০১০- ৮৫৫

তারিখ ০৭ নভেম্বর, ২০১০ খ্রিঃ

বিষয়: মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের চাকরি হতে অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধি।

বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, সরকার কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধাদের চাকরীর বয়সসীমা ২(দুই) বৎসর বৃদ্ধির আদেশ জারী হবার পর এ সুবিধা নেয়ার জন্য অনেকেই নানা ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা দাবী করে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সনদ (Certificate) নেয়ার চেষ্টা করছে।

২। নিম্নে বর্ণিত মানদন্ডের আলোকে কোন সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে:

১. যে সব কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের সময় নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন:

অথবা

২. যাঁদের নাম মুক্তিবার্তা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল:

অথবা

৩. মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যাঁদের নাম গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল:

অথবা

৪. মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যাঁরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বাক্ষরযুক্ত সনদ (Certificate) গ্রহণ করেছেন।

৩। বর্ণিতাবস্থায়, সরকার এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, যে সব কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরীতে প্রবেশের সময় বা আবেদন করার সময় নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা করেননি অথবা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বাক্ষরযুক্ত Certificate নেননি বা মুক্তিবার্তায়/গেজেটে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি-কিন্তু বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন বা Certificate নিয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে ৫৭ বৎসর চাকুরীকাল পরবর্তী অতিরিক্ত ২ বৎসর বর্ধিত চাকুরীকাল প্রযোজ্য হবে না।

৪। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(মোল্লা ওয়াহেদুজ্জামান)
সচিব
☎ ৮১৫৫৫০০

সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা

০৩.০৭৭.০১.০৪৬.০০.০৯.২০১০-৪(১) তারিখ ২২ ফাল্গুন, ১৪১৭ বঃ
০৬ মার্চ, ২০১১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের চাকুরি হতে অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধি।

মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের চাকুরি হতে অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গত ০৭ নভেম্বর, ২০১০ তারিখের ০৩.০৭৭.০১.০৪৬.০০.০৪.২০১০-৩২৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে নিম্নোক্ত নির্দেশনা জারী করা হলো ঃ-

১। মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণের সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের সময় নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা সংক্রান্ত যে নির্দেশনা রয়েছে তা বহাল থাকবে, তবে ঘোষণা সংক্রান্ত প্রমাণাদি যাচাই করে দেখতে হবে;

২। নির্দেশনায় বর্ণিত ২ এবং ৪ নং মানদণ্ড বহাল থাকবে;

৩। ইতঃপূর্বে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের ৩নং মানদণ্ডে বর্ণিত গেজেট নোটিফিকেশন যাচাই-বাছাই করতে হবে;

৪। উল্লিখিত প্রমাণাদিসহ আরও প্রমান যদি থাকে তাও গ্রহণ করা হবে।

(মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান)
সচিব

সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

অনুলিপিঃ
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।